

ডিএফআইএম সার্কুলার নম্বর-০৩

তারিখঃ ০৮ এপ্রিল, ২০১৫
২৫ চৈত্র, ১৪২১

প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ সুবিধা অবলোপন ও মওকুফ সম্পর্কিত নীতিমালা

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ (ঋণ/লিজ/অগ্রিম) এর গুণগত মান বিবেচনায় যে সকল ঋণ আদায়ের সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না, প্রতিষ্ঠানসমূহ তা অবলোপন বা মওকুফ করে থাকে। এরূপ অবলোপন ও মওকুফের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা জারি করা হলোঃ

- ১। কেবলমাত্র মন্দ/ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীকৃত এবং ১০০% প্রভিশন সংরক্ষণ করা আছে এরূপ ঋণ অবলোপন করা যাবে;
- ২। অবলোপনের জন্য নির্বাচিত ঋণ হিসাবের বিপরীতে কোন কারণে পূর্বে আইনগত ব্যবস্থা গৃহীত না হয়ে থাকলে অবলোপনের পূর্বে অবশ্যই আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে। তবে টাকা ৫০,০০০/= বা তার নিম্ন অংকের ঋণ মামলা দায়ের ব্যতিত অবলোপন করা যাবে;
- ৩। পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো ঋণ অবলোপন করা যাবে না;
- ৪। অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে;
- ৫। অবলোপনকৃত ঋণ সম্পর্কিত মামলার নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করা বা অবলোপনকৃত অর্থ আদায়ের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তৃতীয় কোনো পক্ষকে নিয়োগ করতে পারবে;
- ৬। ঋণ অবলোপনের পরও সংশ্লিষ্ট গ্রহীতাকে খেলাপী হিসেবে উল্লেখকরতঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোতে রিপোর্ট করতে হবে;
- ৭। অবলোপনকৃত ঋণের হিসাব একটি পৃথক লেজারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক রিপোর্ট/স্থিতিপত্রে ক্রমপুঞ্জীভূত ও চলতি বছরে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ পৃথকভাবে “Notes to the accounts” এ লিপিবদ্ধ করতে হবে;
- ৮। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও তাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট হিসাবসমূহের ঋণ অবলোপনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে;
- ৯। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন অবস্থাতেই মূল ঋণ বা আসল মওকুফ করতে পারবে না; এবং
- ১০। প্রতি ত্রৈমাসিকে অবলোপনকৃত ঋণ হিসাবের একটি প্রতিবেদন সিএল বিবরণীর সাথে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

এ সার্কুলার জারির পর এফআইডি সার্কুলার নং-০৩/২০০৭ এবং ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-১১/২০১৩ এর মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশনা বাতিল বলে গণ্য হবে।

এ নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,



(মোঃ শাহ আলম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০১৭৮